গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ দুগ্ধ উংপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)

এবং

সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১ ,২০১৮ - জুন ৩০ ,২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)

এবং

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১ ,২০১৮ - জুন ৩০ ,২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

প্রস্তাবনা

সেকশন ১ : বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) রূপকল্প ,(Vision) অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব) Outcome/Impact(

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য ,অগ্রাধিকার ,কার্যক্রম ,কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
গত ০৩ বৎসরের প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরূপ :

বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ নীতি ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনায় নানামুখী সাফল্য অর্জন করছে। দুগ্ধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় ব্যবস্থাপনায় এনে সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দারিদ্র ভূমিহীন, প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে তাদের স্বল্প সুদে গাভী ঋণ, উন্নত জাতের সিমেন, উন্নত জাতের ঘাসের বীজ প্রদান, নো লাভ নো লস ভিত্তিতে গো-খাদ্য প্রদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান এবং দুগ্ধের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং তাদের জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে মিল্ক ইউনিয়ন কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ৩ (তিন) বছরে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় কৃষকদের মাঝে গাভী ঋণ প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৩০০.৪০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনামূল্যে গবাদী পশুর ঔষধ প্রদান করা হয়েছে ১৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং উন্নত জাতের সিমেন বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১৩০.০০ লক্ষ ডোজ। এছাড়াও বিগত তিন বছরে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কাশিয়ানি, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও গঙ্গাচড়া, যশোর জেলার অভয়নগর ও ঝিকরগাছা; বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা; টাঙ্গাইলের পারবাহলীর চর ও ধনবাড়ী, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর ও ভেড়ামারা প্রভৃতি দুগ্ধ সমৃদ্ধ অঞ্চলে দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার লাহিড়ীমোহনপুরে "গো-খাদ্য করাখানা" স্থাপন করা হয়েছে। মাদারিপুর জেলার টেকেরহাটে পূনাঙ্গ কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এসব উদ্যেগের মাধ্যমে মিল্ক ইউনিয়নের কাঁচা তরল দুগ্ধ সংগ্রহ গত ৩ (তিন) বছরে দাড়িয়েছে কমবেশী ১৬৩৩.২২ লক্ষ লিটার এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিপণন দাড়িয়েছে প্রায় ৩৪১৫৪.৬৫ লক্ষ টাকা। বিগত ০৩ (তিন) বৎসরের নীট মুনাফা অর্জিত হয়েছে কমবেশী ১৯২৪.০০ লক্ষ টাকা।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ-

মিল্কভিটা সূচনা লগ্ন থেকে তরল দুধ বিক্রির উপর নির্ভরশীল। পণ্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রম তেমন কোন অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়নি। মিল্কভিটা দেশের ৭টি বিভাগের ৩২টি জেলার ১৩২ টি উপজেলা হতে দুধ সংগ্রহ ও দেশের বিভাগীয় শহরসহ অন্যান্য জেলাসমূহে বাজারজাত করে। দেশের বৃহত্তর একটি অংশ এখনো মিল্কভিটার কার্যক্রমের আওতার মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। বাজারে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এসেছে,যাদের বিপণন কৌশল, বিজ্ঞাপণ ও প্রমোশনাল পলিসি মিল্কভিটার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মিল্কভিটার কার্যক্রম যথা : দুগ্ধ সংগ্রহ ও বিপণনের আওতায় আনা। লাহিড়ীমোহনপুর গো-খাদ্য কারখানার মাধ্যমে উৎপাদিত গো-খাদ্য ন্যায্য মূল্যে খামারীদের মাঝে সরবরাহ করে গবাদিপশুর ভেঁজালমুক্ত সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। জনসাধারণকে পাস্তুরিত তরল দুধ পানে উৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা। সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরাসরি মিল্কভিটা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা। রংপুর জেলার কাউনিয়া; রাজশাহী জেলার চারঘাট; অঞ্চলে দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে এবং ভোক্তা সাধারণের চাহিদার আলোকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাস্তুরিত তরল দুধ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের পটিয়াতে (বর্তমানে কর্ণফুলি) ৪২৪৮.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এছাড়াও বিশ্বমানের গুঁড়োদুধ উৎপাদন করে দেশকে গুঁড়োদুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণের লক্ষ্যে ৭৪৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়োঁ দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প", এবং লক্ষীপুর জেলার রায়পুরে ও মাদারীপুর জেলার টেকেরহাটে ১৮২৪.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ৩৪৪১৯.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চলে গবাদীপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প", ৩৩০৫২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মিল্কভিটা'র গবাদিপশুর ঔষধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প", মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে ১৫৯১.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে "৫টি বিভাগে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ৩২টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ১১৪টি বিক্রয় কেন্দ্র ও ১টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প ও ১৩১৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাদারীপুরের টেকেরহাটে উৎপাদিত দুধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে "চিজ প্লান্ট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার দেহহাটা ও তালা, খুলনা জেলার পাইকগাছা এবং শেরপুর জেলায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও লক্ষীপুর জেলার রামগতি, নোয়াখালী জেলার কম্পানীগঞ্জ, ভোলা সদর, গোপালগঞ্জ জেলার কোটলীপাড়া, বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী, রাজবাড়ী জেলার পাংশা এবং ঝালকাঠিতে নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- কাঁচা তরল দুগ্ধ সংগ্রহ ৪৮০.০০ লক্ষ লিটারে উন্নীত করা;
- পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ বিক্রয় ৪২০.০০ লক্ষ লিটার করা হবে;
- খামারীদের গাভী ক্রয়ের জন্য স্বল্প সুদে ২৫০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হবে;
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে খামারী ও কৃষক পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবার অংশ হিসেবে ১.৪০ লক্ষ ডোজ সিমেন বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।
- ১৬০.০০ লক্ষ টাকা টাকার ভ্যাকসিন ও ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- গো-খাদ্য কারখানার উৎপাদিত গো-খাদ্যের পরিমাণ ২১০০.০০ মে. টন হবে;
- ১০ মে. টন উন্নত জাতের অস্ট্রেলিয়ান জাম্বু ঘাসের বীজ বিনামূল্যে খামারী পর্যায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উপক্রমণিকা (Preamble)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১১ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন ১:

১.১ রূপকল্প (Vision)

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য(Mission) :

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সু-সংগঠিত করে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ: (Strategic Objectives)

১. দুগ্ধ উৎপাদনকারী গ্রামীণ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
২. খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রকিয়াজাতকরণ ও বিপণন;
৩. কৃত্রিম প্রজনন, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও দানাদার গো-খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে উচ্চ উৎপাদনক্ষম গাভী তৈরী করা;
৪. দুগ্ধ সমবায়ী কৃষকদের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ।

১.৪ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
২. কাযপদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়ন;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৫ কার্যাবলি (Functions) :

১. দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন;
২. আত্তকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দুগ্ধ সমবায় সমিতির প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ;
৩. মানসম্মত, নিরাপদ, ভেজাতমুক্ত তরল দুধ সংগ্রহ;
৪. দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ;
৫. পাস্তুরিত তরল দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ;
৬. উন্নত জাতের সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণ করা;
৭. গবাদিপশুর চিকিৎসা, ঔষধ এবং ভ্যাকসিন ক্রয় এবং বিনামূল্যে বিতরণ;
৮. গো-খাদ্য উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা;
৯. উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় এবং বিনামূল্যে প্রদান করা;
১০. বিপণনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।

সেকশন ২

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)-এর কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/ Impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicators)	একক (Unit)	ভিত্তিবছর ২০১৬-১৭	প্রকৃত* ২০১৭-১৮ (সম্ভাব্য)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection)		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র [source(s) of data]
						২০১৯-২০	২০২০-২১		
তরল দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যেম দুধের আমদানী হ্রাস	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যেম দুধের আমদানী হ্রাসের পরিমান	%	১.০০	১.২৫	১.৪৫	১.৪৫	১.৫০	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

মন্তব্যঃ

* The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেখানো হয় যে, বাংলাদেশে গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গুড়োঁ দুধের আমদানী ছিল ১,৩০,০০০.০০ মেট্রিক টন যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এসে দাড়ায় ১,০৫,০০০.০০ মেট্রিক টন। মিল্ক ইউনিয়নের পাউডার মিল্ক প্লান্ট এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ৪-৫ মেট্রিক টন। বছরে ৩০০ দিন উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হলে বার্ষিক উৎপাদন ১২০০-১৫০০ মেট্রিক টনের মধ্যে হবে। সুতরাং মিল্ক ইউনিয়নের গুড়োঁ দুধের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে [The Daily Star পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত]।

* APA সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে ভিত্তি বছরে মিল্ক ইউনিয়নের মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। APA লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিত্তি বছরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমপক্ষে ভিত্তি বছরের সমান লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ থাকার ফলে পরবর্তী বছর গুলোতে মিল্ক ইউনিয়নের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা বেশী নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়নের এপিএ অর্জনের হার আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়াটারের এপিএ প্রতিবেদনের পুঞ্জিভূত অর্জন এবং চতুর্থ কোয়াটারের পরিসংখ্যানগত (statistical) পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য ,অগ্রাধিকার ,কার্যক্রম ,কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	অর্জনের হার (statistical)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ Target /Criteria Value for FY 2018-19) অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ (Projectio) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ (Projectio) ২০২০-২১
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
১. দুগ্ধ উৎপাদনকারী গ্রামীণ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	৩২	(১.১) মানসম্মত, নিরাপদ, ভেজালমুক্ত তরল দুধ সংগ্রহ	(১.১.১) তরল দুধ সংগ্রহের পরিমাণ	লিটার লক্ষ	২০	৫২৮.৮৪	৪৭৩.৫০	৭৫%	৪৮০.০০	৪৬০.০০	৪৪০.০০	৪৩০.০০	৪২০.০০	৪৮৫.০০	৪৯০.০০
		(১.২) দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন	(১.২.১) সমবায় সমিতির সংখ্যা	সংখ্যা	৪	৩৫০	৩৯০	১০০%	২০০	১৫০	১২৫	১১৫	১০০	২১০	২২০
		(১.৩) দুগ্ধ সমবায় সমিতি প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ	(১.৩.১) প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা (আত্তকর্মসংস্থান)	সংখ্যা	৪	৭০০০	৭৮০০	১০০%	৪০০০	৩০০০	২৫০০	২৩০০	২০০০	৪২০০	৪৪০০
		(১.৪) দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ;	(১.৪.১) গাভী ঋণ প্রদানের পরিমাণ	সংখ্যা লক্ষ	৪	১২১.০০	১২৫.০০	১০০%	২৫০.০০	২০০.০০	১৫০.০০	১৩০.০০	১২০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০
২. খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন	২৪	(২.১) পাস্তুরিত তরল দুধ বিপণন	(২.১.১) পাস্তুরিত তরল দুধের পরিমাণ	ক. লিটার লক্ষ	১৬	৪৭১.২৬	৪২২.০০	৭৭%	৪২০.০০	৪১৫.০০	৪১০.০০	৪০০.০০	৩৯০.০০	৪২৫.০০	৪৩০.০০
				খ. টাকা (কোটি)		২৮৪.১৭	২৫৮.৮৩ [প্রাক্কলিত]	-	২৫৭.৬০	২৫৪.২৫	২৫১.৫০	২৪৫.৩৪	২৩৯.২০	২৬০.৬৭	২৬৩.৭৪
		(২.২) দুগ্ধজাত পণ্যের বিপণন	(২.২.১) অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য [ঘি,গুড়োদুগ্ধ, দই, ফ্লেভার্ড মিল্ক, মিষ্টি ও অন্যান্য পণ্য]	ক. টাকা (কোটি)	৪	৫৭.৩৮	৬৫.০০ [প্রাক্কলিত]	১০০%	৬৫.০০	৬০.০০	৫৮.০০	৫৫.০০	৫০.০০	৬৮.০০	৭০.০০
		(২.৩) বিপণনের মাধ্যেম আয় বৃদ্ধি করা।	(২.৩.১) বার্ষিক মুনাফা	লক্ষ	৪	৪৫০.০০	২০০.০০ [প্রাক্কলিত]	৪০%	২৫০.০০	২০০.০০	১৮০.০০	১৫০.০০	১২০.০০	৩০০.০০	৩৫০.০০
৩. কৃত্রিম প্রজনন, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও দানাদার গো-খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে উচ্চ উৎপাদনক্ষম গাভী তৈরী করা।	১৩	(৩.১) গো-খাদ্য উৎপাদন ও ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা।	(৩.১.১) গো-খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ	মে. টন	৪	২০৯১.৫৭	২০৫০	৯৩%	২১০০	২০০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	২১৫০.০০	২২০০.০০
		(৩.২) সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণ	(৩.২.১) সিমেনের সংগ্রহের পরিমাণ	ডোজ লক্ষ	৩	১.১৬	১.৩০	১০০%	১.৪০	১.২০	১.১০	১.০৫	১.০০	১.৪৫	১.৫০
		(৩.৩) ভ্যাইক্সিন, ঔষধ ক্রয় ও বিনামূল্যে বিতরণ	(৩.৩.১) ঔষধ ক্রয়ের পরিমাণ	টাকা লক্ষ	৩	১৫৬.০০	১৯৯.০০	১০০%	১৬০.০০	১৫০.০০	১৪০.০০	১৩০.০০	১২০.০০	১৬৫.০০	১৭০.০০
		(৩.৪) উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় এবং বিনামূল্যে প্রদান করা;	(৩.৪.১) উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয়ের পরিমাণ	মে. টন	৩	১০.০০	১২	১০০%	১০	৮.০০	৭.০০	৬.০০	৫.০০	১১.০০	১২.০০
৪. দুগ্ধ সমবায়ী কৃষকদের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ	৬	(৪.১)ভ্যাকসিন প্রদান	(৪.১.১)ভ্যাকসিন প্রদান	ডোজ লক্ষ	৩	১.৫৭	১.৭১	১০০%	১.৬০	১.৫৫	১.৫০	১.৪০	১.৩০	১.৬৫	১.৭০
		(৪.২) প্রাণি চিকিৎসা	(৪.২.১) প্রাণি চিকিৎসা	লক্ষ	৩	০.৬১	০.৭৩	১০০%	১.০০	০.৭৫	০.৭০	০.৬৫	০.৬০	১.১০	১.২০

Fly@sm/F/APA

যাথার APA সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে ভিত্তি বছরে মিল্ক ইউনিয়নের মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। APA লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিত্তি বছরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমপক্ষে ভিত্তি বছরের সমান লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ থাকার ফলে পরবর্তী বছর গুলোতে মিল্ক ইউনিয়নের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা বেশী নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়নের এপিএ অর্জনের হার আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়াটারের এপিএ প্রতিবেদনের পুঞ্জিভূত অর্জন এবং চতুর্থ কোয়াটারের পরিসংখ্যানগত (statistical) পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে কয়েকটি সূচকের লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে, যা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	অর্জনের হার (statistical)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	ব্যাখ্যা
১. দুগ্ধ উৎপাদনকারী গ্রামীণ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	(১.১) মানসম্মত, নিরাপদ, ভেজালমুক্ত তরল দুধ সংগ্রহ	(১.১.১) তরল দুধ সংগ্রহের পরিমাণ	লিটার লক্ষ	৫২৮.৮৪	৬৩২.০০	৪৭৩.৫০ [প্রাক্কলিত]	৭৫%	৪৮০.০০	তরল দুধের সংগ্রহের লক্ষমাত্রা তরল দুধের বিপণনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তরল দুধের বিপণন কম হবার কারণে দুগ্ধ সংগ্রহের লক্ষমাত্রা কম নির্ধারণ করা হয়েছে।
	(১.২) দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন	(১.২.১) সমবায় সমিতির সংখ্যা	সংখ্যা	৩৫০	৩৯০	৩৯০	১০০%	২০০	সমবায় সমিতি গঠন নতুন নতুন দুগ্ধ এলাকায় মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম প্রসারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা সব সময় সম হারে বৃদ্ধি পায় না। আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নতুন প্রকল্প স্থাপন কিছুটা হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
	(১.৩) দুগ্ধ সমবায় সমিতি প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ	(১.৩.১) প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা (আত্তকর্মসংস্থান)	সংখ্যা	৭০০০	৭৮০০	৭৮০০	১০০%	৪০০০	প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা নতুন সমিতি গঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি প্রাথমিক সমিতিতে কমপক্ষে ২০ জন্য থাকতে হয়। নতুন সমিতি গঠন লক্ষ্যমাত্রা কম নির্ধারণ করার কারণে সদস্য সংখ্যা কম নির্ধারণ হয়েছে।
২. খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন	(২.১) পাস্তুরিত তরল দুধ বিপণন	(২.১.১) পাস্তুরিত তরল দুধের পরিমাণ	লিটার লক্ষ	৪৭১.২৬	৫৫০.০০	৪২২.০০ [প্রাক্কলিত]	৭৭%	৪২০.০০	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তরল দুধের বিপণন লক্ষ্যমাত্রা অধিক নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রথম তিন কোয়াটারের পুঞ্জিভূত অর্জন ও চতুর্থ কোয়াটারের পরিসংখ্যানগত (statistical) অনুমানের উপর ভিত্তি করে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও গত কয়েক বছরে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা, মিল্ক ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, দক্ষ বিপণন কর্মীর অপ্রতুলতা, বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকতার অভাব ইত্যাদি কারণে তরল দুধের বিপণন লক্ষ্যমাত্রা চলতি বছরের তুলনায় কম নির্ধারণ করা হয়েছে।
	(২.৩) বিপণের মাধ্যেম আয় বৃদ্ধি করা।	(২.৩.১) বার্ষিক মুনাফা	লক্ষ	৪৫০.০০	৫০০.০০	২০০.০০ [প্রাক্কলিত]	৪০%	২৫০.০০	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিপণন কম হবার কারণে বার্ষিক মুনাফা কম অর্জিত হবে এবং চলতি বছরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মুনাফার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬					কলাম-৬
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্য মাত্রার মান-২০১৮-১৯ ()					অর্জন
						অসাধারণ (Excellent)	অতিউত্তম (Very good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)	-
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েব সাইটে আপলোড	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	০.৫	২০ জুন' ১৮	২১ জুন' ১৮	২৪ জুন' ১৮	-	-	-
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে/বিভাগে দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৭ জানুয়ারী' ১৯	২০ জানুয়ারী' ১৯	২১ জানুয়ারী' ১৯	২২ জানুয়ারী' ১৯	২৩ জানুয়ারী' ১৯	-
		মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) মন্ত্রণালয়ে/ বিভাগে দাখিল	ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	২৪ জানুয়ারী' ১৯	৩১ জানুয়ারী' ১৯	০৪ ফেব্রুয়ারী' ১৯	০৮ ফেব্রুয়ারী' ১৯	১১ ফেব্রুয়ারী' ১৯	-
		সরকারী কর্মসম্পদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জন ঘন্টা	১	৬০	-	-	-	-	-
কাযপদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়ন	১০	ই ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০	-
			ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	-
			ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	-
		দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা চলু করা	নূন্যতম একটি ই-সার্ভিস চালুকৃত	সংখ্যা	১	১০ জানুয়ারী' ১৯	২৪ জানুয়ারী' ১৯	২৮ জানুয়ারী' ১৯	৩১ মার্চ' ১৯	৩০ এপ্রিল' ১৯	-
		দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্ত কার্যালয়সমূহে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) সমূহের ডাটাবেজ ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী' ১৯	১১ ফেব্রুয়ারী' ১৯	১৮ ফেব্রুয়ারী' ১৯	২৫ ফেব্রুয়ারী' ১৯	০৪ মার্চ'১৯	-
			ডেটাবেজ অনুযায়ী নূন্যতম দুইটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	সংখ্যা	১	০৮ এপ্রিল' ১৯	২২ এপ্রিল' ১৯	০২ মে' ১৯	১৬ মে' ১৯	৩০ মে' ১৯	-
		সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	-
			সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষন ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর' ১৮	১৫ জানুয়ারী' ১৯	০৭ ফেব্রুয়ারী' ১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী' ১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী' ১৯	-
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫০	-
		পিআর এল শুরুর ০২ (দুই) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন জারি করা	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	-
			ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	-

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬					কলাম-৬
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	অর্জন					অর্জন
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিচে (Poor)	-
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৯	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম উন্নয়ন	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	-
			অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	-
		স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১	৩ ফেব্রুয়ারী' ১৯	১১ ফেব্রুয়ারী' ১৯	১৮ ফেব্রুয়ারী' ১৯	২৫ ফেব্রুয়ারী' ১৯	৪ মার্চ' ১৯	-
			অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১	৩ ফেব্রুয়ারী' ১৯	১১ ফেব্রুয়ারী'	১৮ ফেব্রুয়ারী'	২৫ ফেব্রুয়ারী'	৪ মার্চ' ১৯	-
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	-
		অব্যবহৃত / অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	নিষ্পত্তিকৃত	তারিখ	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	-
		বকেয়া বিল পরিশোধ করা	বিদ্যুত বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	-
		শুণ্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	নিয়োগকৃত	সংখ্যা	১	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	-
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষন কাঠামো বাস্তবায়ন****	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-	-
			জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত লক্ষমাত্রা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	-
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	সকল অনলাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	-
			তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	-
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৮ অক্টোবর' ১৮	৩১ অক্টোবর' ১৮	১৫ নভেম্বর' ১৮	২৯ নভেম্বর' ১৮	৬ ডিসেম্বর, ১৮	-

আমি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

১২-৬.১৮ ইং
তারিখ

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১২-০৬-২০১৮
তারিখ

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপ	বিবরণ
০১।	বাম্পকুল (BMPCUL)	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্তসূত্র
১.	দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন;	সমবায় সমিতির সংখ্যা	প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা	সমিতি বিভাগ অন্যান্য দুগ্ধ কারখানা ও এলাকা	প্রাথমিক সমিতি হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
২.	দুগ্ধ সমবায় সমিতির প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ;	প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা	গ্রামীণ প্রান্তিক ভূমিহীন দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের বাছাই করে প্রাথমিক সদস্য নির্বাচন করা	সমিতি বিভাগ অন্যান্য দুগ্ধ কারখানা ও এলাকা	প্রাথমিক সমিতি হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
৩.	মানসম্মত, নিরাপদ, ভেজালমুক্ত তরল দুধ সংগ্র, সঞ্চয় আমানত, দুগ্ধ উৎপাদনে আর্থিক প্রনোদনা সম্পূরক মূল্য;	তরল দুধ সংগ্রহের পরিমাণ, সঞ্চয় আমানত, দুগ্ধ উৎপাদনে আর্থিক প্রনোদনা সম্পূরক মূল্য;	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষকদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি	সমিতি বিভাগ অন্যান্য দুগ্ধ কারখানা ও এলাকা	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
৪.	দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ;	গাভী ঋণ প্রদানের পরিমাণ	৫% সার্ভিস চার্জে গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান	সমিতি বিভাগ অন্যান্য দুগ্ধ কারখানা ও এলাকা	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
৫.	পাস্তুরিত তরল দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ;	পাস্তুরিত তরল দুধের পরিমাণ	পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রকিয়াজাতকরণের মাধ্যেম ভোক্তা সাধারণের কাছে সুলভ মূল্যে বিক্রয়।	বিপণন বিভাগ ঢাকা দুগ্ধ কারখানা	বিপণন বিভাগের প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	বিপণন বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
৬.	উন্নত জাতের সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণ করা; কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা, প্রশিক্ষণ প্রদান	সিমেন সংগ্রহের পরিমাণ	উন্নতমানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সী বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশী গরুর জাত উন্নয়ন	সমিতি বিভাগ অন্যান্য দুগ্ধ কারখানা ও এলাকা	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
৭.	গবাদিপশুর চিকিৎসা, ঔষধ এবং ভ্যাকসিন ক্রয় এবং বিনামূল্যে বিতরণ;	ঔষধ ক্রয়ের পরিমাণ	গবাদিপশুর নিয়মিত টিকা ও ঔষধ সরবরাহ	সমিতি বিভাগ অন্যান্য দুগ্ধ কারখানা ও এলাকা	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
৮.	গো-খাদ্য উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা;	গো-খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ	উন্নতমানের দানাদার গো-খাদ্য প্রকৃত মূল্যে সরবরাহ	গো-খাদ্য কারখানা,লাহিড়ীমোহনপুর	গো-খাদ্য কারখানা হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	গো-খাদ্য কারখানা হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
৯.	উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় এবং বিনামূল্যে প্রদান করা, উন্নত জাতের ঘাস চাষ;	উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয়ের পরিমাণ	উচ্চ ফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ প্রদান	সমিতি বিভাগ অন্যান্য দুগ্ধ কারখানা ও এলাকা	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	সমিতি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত
১০.	বিপণনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।	বার্ষিক মুনাফা	দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যেমে মুনাফা অর্জন	বিপণন বিভাগ ও অর্থ বিভাগ ঢাকা দুগ্ধ কারখানা	বিপণন বিভাগ ও অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টি	বার্ষিক প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩ । অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যাশার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর	৩.১.১ ৩.২.১ ৩.৪.১	দ্রুততম সময়ের মধ্যে অডিট, পরিদর্শন, বাজেট অনুমোদন, ও ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় আর্থিক অনুমোদন, জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রভৃতি সহযোগিতা দিবে এবং মিল্কভিটার জন্য পৃথক আইন ও বিধিমালা তৈরী করা।	সমবায় আইন অনুযায়ী প্রতিটি ১০ লক্ষ টাকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ফলে সময়ক্ষেপনসহ অনেক ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কাংখিত পণ্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না।	সমবায় আইন ও বিধিমালা সংশোধন, বিয়োজন ও সংযোজন করে একটি যুগপযোগী আইন ও বিধিমালা তৈরী করা।	তীব্র প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিত করা না হলে মিল্কভিটা পিছিয়েপড়বে। প্রান্তিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অধিদপ্তর	মৎস্য ও প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর	৩.১.১ ৩.২.১	বিনমূল্যে ঔষধ ও ভ্যাক্সিন, কৃত্রিম প্রজননের জন্য ফ্রোজেন সিমেন, এ আই সংক্রন্ত ইকুইপমেন্টস, উন্নত জাতের ঘাসের বীজ, রোগ নির্নয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রশিক্ষণ।	গবাদী পশুর সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিকরণের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। মৎস্য ও প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর বর্ণিত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বিধায় বর্ণিত বিষয়গুলিতে তাদের সহযোগিতা আবশ্যক।	এ সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মিল্কভিটার দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা।	তীব্র প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে উৎপাদন নিশ্চিত করা না হলে মিল্কভিটা পিছিয়েপড়বে। প্রান্তিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১.১.১ হতে ৩.৪.১	প্রতিযোগীতামূলক বাজারে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সিদ্ধান্ত প্রদান করা।	মিল্কভিটা হতে পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত অপরিহার্য।	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মিল্কভিটা'র সকল প্রচেষ্টায় সার্বিক সহায়তা।	তীব্র প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে উৎপাদন নিশ্চিত করা না হলে মিল্কভিটা পিছিয়েপড়বে। প্রান্তিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
মন্ত্রণালয়	ভূমি মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৩.১.১ হতে ৩.৪.১	ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি বিভাগীয় শহরে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন গুলোতে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জায়গা বরাদ্দ রাখা।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় এর খাস জমি মিল্কভিটাকে বরাদ্দ প্রদান করা হলে উক্ত জমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে গো-চারণ ভূমি সৃজনের মাধ্যমে গবাদিপশুর খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে এবং দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।	খাস/পতিত জমি মিল্কভিটার অনুকুলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দবস্ত দেবার প্রশাসনিক আদেশ জারী করা।	তীব্র প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিত করা না হলে মিল্কভিটা পিছিয়েপড়বে। প্রান্তিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।